[redacted]

[redacted]

কুষ্টিয়ায় ভুয়া গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যসহ আটক-৩

কুষ্টিয়ায় ভুয়া ডিবি পুলিশ, র্যাব ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের আটক করেছে পুলিশ।

তারা ভুয়া ডিবি পুলিশ, র্যাব ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার পরিচয় দিয়ে অভিনব কৌশলে ছিনতাই/ডাকাতি করতো।

রোববার রাতে ভেড়ামারা উপজেলার ১২ মাইল এলাকা থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করা হয়।

এ সময় একটি প্রাইভেট কার, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লোগোযুক্ত টি-শার্ট, স্পেশাল ফোর্স কমান্ড লোগোযুক্ত টি-শার্ট ও নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবহৃত দুই জোড়া বুট, র্যাবের ব্যবহৃত একটি কালো টুপি, ওয়াকি টকি সেট, দেশীয় তৈরি তরবারি ও ডেগার টিপ চাকু, ২ টি বিদেশি পিস্তল, দুইটি ম্যাগাজিন, ৪ রাউন্ড গুলি ও ১১বোতল ফেনসিডিলসহ স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ ৯২ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

আটককৃতরা হলো ঢাকার সাভারের মৃত জমির খানের ছেলে আরিফুল ইসলাম (৪২), নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার কালা মিয়ার বাড়ি এলাকার তোফাজ্জল হকের ছেলে খোকন মিয়া ওরফে জামাল মিয়া(৫৫), মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি এলাকার আব্দুর রবের ছেলে মোহাম্মদ হারুন ওরফে বাবু মিয়া(৪২)কে আটক করা হয়।

সোমবার সকালে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ তথ্য জানান কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত।

তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে কুষ্টিয়া শহর ও আশপাশের উপজেলায় বিভিন্ন কৌশলে কখনও পুলিশ কখনও গোয়েন্দা পুলিশ আবার কখনও র্যাব এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিতো।

বিশেষ করে গরু ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে ধোকা দিয়ে টাকা সংরক্ষণ করে রাখার কথা বলে ব্যাপারীদের নিকট থেকে টাকা নিয়ে গাড়িতে রাখত

এবং শহরের মধ্যে নারীদের কাছ থেকে স্বর্ণালংকার ছিনতাই করতো তারা।

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার আরও জানান, আটককৃত ছিনতাইকারীরা প্রাইভেট কারটি ব্যবহার করে বিভিন্ন বাহিনীর পোশাক, বুট, ওয়াকি টকি সেট, অস্ত্র-গুলি ব্যবহার করে গরু ব্যবসায়ী, সাধারণ ব্যবসায়ী ও ভদ্র মহিলাদের টার্গেট করে ডিবি পুলিশ, র্যাব, কখনও গোয়েন্দা সংস্থাসহ অন্যান্য বাহিনীর পরিচয় দিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে কুষ্টিয়া যশোর ঝিনাইদহ পাবনা রাজশাহী বগুড়া টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় দীর্ঘদিন ধরে ছিনতাই করে আসছিল।

১৪ টি অপরাধ সংঘটিত হয়ে আসছে। যার মধ্যে ৬ টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কুষ্টিয়াতে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় ডোপ টেস্টে ৮ পুলিশ চাকরিচ্যুত

ডোপ টেস্টে মাদক সেবনের প্রমাণ পাওয়ায় কুষ্টিয়া জেলায় কর্মরত আট পুলিশ সদস্যকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে বলে পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে।

তাদের মধ্যে দু’জন উপপরিদর্শক (এসআই), দু’জন সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) এবং বাকিরা কনস্টেবল পর্যায়ের। এ ছাড়া এক সার্জেন্টসহ দু’জনের বিষয়ে তদন্ত অব্যাহত আছে।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত পুলিশ সুপার হিসেবে যোগ দেওয়ার পর মাদকের বিষয়ে কঠোর অবস্থান নেন। মাদক ব্যবসায়ী, সেবনকারীদের বিষয়ে যেমন কঠোর ব্যবস্থা নেন, তেমনি পুলিশে কারা কারা মাদক ব্যবসা ও সেবনের সঙ্গে জড়িত তাও খূঁজে বের করা নির্দেশ দেন।

এরপর শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীদের পাকড়াও করার পাশাপাশি পুলিশেও শুরু

হয় শুদ্ধি অভিযান। আইজিপির নির্দেশে পুলিশ সদস্যদের ডোপ টেস্ট করার উদ্যোগ নেন পুলিশ সুপার। তিনি সহেন্দভাজন ও গোয়েন্দা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৯ সালের মে মাসে প্রথম কয়েকজন পুলিশ সদস্যের ডোপ টেস্ট করানোর নির্দেশ দেন। পরীক্ষায় এসব সদস্যের নিয়মিত মাদক সেবনের রিপোর্ট আসে।

এরপর গত দেড় বছরে পর্যায়ক্রমে ১১ জনের ডোপ টেস্ট করা হয়। এর মধ্যে ৯ জনই মাদক সেবন করতেন বলে ধরা পড়ে। পরীক্ষায় দু’জন এসআই, দু’জন এএসআই মাদক সেবনে জড়িত বলে জানা যায়। এ ছাড়া এক এসআইর কাছে মাদক পাওয়া যায়। যাদের মধ্যে একজন ট্রাফিক সার্জেন্ট রয়েছেন। মাদক সেবনকারী এসব পুলিশ সদস্য বিভিন্ন থানা ও ক্যাম্পে কর্মরত ছিলেন।

মাদকের বিষয়টি ধরা পড়ায় বিভাগীয় মামলার পাশাপাশি প্রথম দিকে অন্য জেলায় বদলি করা হয় তাদের। এর মধ্যে এক এসআইকে রাঙামাটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর ওই সার্জেন্টকে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। মাদক সেবনের বিষয়টি ধরা পড়ার পর অন্য সবাইকে বিভিন্ন জেলায় বদলি করা হয়। তদন্তে প্রমাণিত হওয়ার পর তাদের আটজনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত বলেন, মাদকের সঙ্গে কোনো আপস নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইজিপিও মাদকের সঙ্গে জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই শুদ্ধি অভিযান চলছে। আমরা কুষ্টিয়া থেকে মাদক নির্মূলের পাশাপাশি পুলিশ থেকেও চিরতরে মাদকাসক্তদের বাড়িতে পাঠাতে চাই। কোনো মাদক সেবনকারীর পুলিশে চাকরি করার অধিকার নেই।

পুলিশে দুর্নীতিবাজদের কোনো জায়গা নেই : আইজিপি

বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ড. বেনজীর আহমেদ বলেছেন, দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর। কোনো পুলিশ সদস্য অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের

সঙ্গে জড়িত থাকতে পারবে না। বাংলাদেশ পুলিশে দুর্নীতিবাজদের কোনো জায়গা নেই। পুলিশ হবে ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত।’

আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইনস মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভায় আইজিপি এ আহ্বান জানান। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে (ডিএমপি) কর্মরত উপপরিদর্শক (এসআই), সার্জেন্ট ও পরিদর্শকদের কল্যাণ ও জনসাধারণের সঙ্গে আচরণবিধি নিয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়।

আইজিপি আরও বলেন, পুলিশ সদস্যদের মনোজগতের পরিবর্তন দরকার, দরকার তাদের আচরণের পরিবর্তন। মানুষের সঙ্গে খারাপ আচরণ করা থেকে সচেতনভাবে বেরিয়ে আসতে হবে। তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। মানুষের ওপর শারীরিক শক্তি প্রয়োগ না করে আইনি সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে।

ডিএমপি কমিশনার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় অতিরিক্ত আইজি ড. মো. মইনুর রহমান চৌধুরী, এসবি প্রধান মীর শহীদুল ইসলাম, সিআইডি প্রধান ব্যারিস্টার মাহবুবুর রহমান এবং ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, করোনা মোকাবেলা এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সভা

ঝিনাইদহে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, করোনা মোকাবেলা এবং দ্রব্যমূল্য ও বাজার মনিটরিং সংক্রান্ত বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মঙ্গলবার দুপুরে সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে প্রশাসন ও সুধীজনদের সমন্বয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে

বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু ।

এ সময় বক্তারা আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে পুলিশি টহল বৃদ্ধি, শীতে করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্য বিধি বাস্তবায়নে এবং বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রন রাখতে নজরদারি বৃদ্ধিতে প্রশাসনকে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন।

কমিউনিটি পুলিশিং ডে উপলক্ষ্যে গাংনীতে র্যালী ও আলোচনা সভা

“মুজিববর্ষের মুলমন্ত্র – কমিউনিটি পুলিশিং সর্বত্র” এই প্রতিপাদ্যে গাংনী থানা পুলিশ এর আয়োজনে কমিউনিটি পুলিশিং ডে-২০২০ উৎযাপন উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে গাংনী থানা চত্ত্বর থেকে র্যালী বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেখে একই স্থানে শেষ হয়।

র্যালী শেষে গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান এর সভাপতিত্বে এবং ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা কমিউনিটি পুলিশিং এর সভাপতি ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আইনজীবি সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম, জেলা পরিষদ সদস্য মজিরুল ইসলাম, গাংনী প্রেসক্লাব সভাপতি প্রভাষক রমজান আলী, জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি ও বামুন্দী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস,

জেলা আওয়ামীলীগের ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান রানা, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, সাহারবাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক, রাইপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক নাজমুল হুদা বিশ্বাস, গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু সহ আওয়ামীলীগ ও অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা কমিউনিটি পুলিশিং এর বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। গাংনী উপজেলায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যান্ত ভাল থাকায় থানার অফিসার ইনচার্জসহ পুলিশ বিভাগকে ধন্যবাদ জানান উপস্থিততিবৃন্দরা।

ঝিনাইদহে কমিউনিটি পুলিশিং ডে উপলক্ষে আলোচনা সভা

‘ ‘মুজিববর্ষের মূলমন্ত্র-কমিউনিটি পুলিশিং সর্বত্র’’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে কমিউনিটি পুলিশিং ডে উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা পুলিশের আয়োজনে শনিবার সকালে পুলিশ লাইন্সে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জনপ্রতিনিধি, সুশীলসমাজের প্রতিনিধি, পুলিশ বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা অংশ নেয়।

পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাস, কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাইয়ূম শাহারিয়ার জাহেদী হিজল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁদপুর সার্কেল) মোহাইমিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাশারসহ অন্যান্যরা।

বক্তরা, জেলায় মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও নারী নির্যাতনসহ সকল প্রকার অপরাধমুলক কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি অপরাধ দমনে পুলিশকে সহযোগীতা করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

ঝিনাইদহ পুলিশ সুপারের সাথে প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের মতবিনিময়

ঝিনাইদহ নবাগত পুলিশ সুপারের সাথে প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম রায়হানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নবাগত পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম।

তিনি বলেন, সাংবাদিকরা দেশ ও জাতির বিবেক। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন ও তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন কালে ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ সর্বদা তাদের পাশে থাকবে। এছাড়াও তিনি আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নে পুলিশকে সার্বিক সহযোগিতার আহবান জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁদপুর সার্কেল) মোহাইমিনুল ইসলাম, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান, সিনিয়র সাংবাদিক বিমল সাহা, এম সাইফুল মাবুদ, প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি ও এস এ টিভির জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক কে এম সালেহ দেলোয়ার কবির, আসিফ ইকবাল কাজল, পিন্টু লাল দত্ত।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু। এ সময় প্রেস ক্লাবের সকল সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]